এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা), নিজেরা করি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর পক্ষ থেকে রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতনের ঘটনার বিষয়ে অবস্থানপত্র

[২৭ নভেম্বর, ২০১৭ জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত]

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা আয়োজক সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনারা অবগত আছেন, ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ী- ঘরে হামলার চলমান ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নজির রংপুর জেলার গংগাচড়া ও সদর উপজেলার ঠাকুরপাড়া। অতীতের মতো এখানেও হিন্দু সম্প্রদায়ের তথাকথিত একজন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম অবমাননা করছে এই অজুহাতে ঠাকুরপাড়ার গ্রামের প্রায় ১৫ টি বাড়ীতে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), নিজেরা করি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম জাতীয় পর্যায়ের এই পাঁচটি নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা হয়। গত ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভুক্তভোগীদের সাথে কথা বলেছেন এবং প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তারা সব ধর্মের ও সব লিঙ্গের লোকজন এবং সাংবাদিকদের সাথেও কথা বলেছেন।

ঘটনা পর্যবেক্ষণে জানা যায়, রংপুর শহর থেকে প্রায় ১৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত গঙ্গাচড়া উপজেলার ঠাকুরপাড়ার অধিবাসী টিটু রায় (৫০) ফেসবুক একাউন্ট থেকে "ইসলাম ধর্ম অবমাননা করে" কথিত স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে ১০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ শুক্রবার জুমা'র নামাজের পর সহিংস আক্রমন করে প্রায় ১৫ টি বাড়ীতে ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় ও লুটপাট চালানো হয়। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালালে চা দোকানদার আলমগীর হোসেন (২৮) ঘটনাস্থলে নিহত হন। গত ৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী রাজু মিঞা বাদী হয়ে আইসিটি অ্যাক্টে'র অধীনে টিটু রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে গঙ্গাচড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। এরপর তারা টিটু রায়ের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার জু'মার নামাজের পর পাগলাপীর মোড়ে রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের পাশে একটি মানববন্ধন এর কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই মানববন্ধনের উদ্যোক্তা ছিলেন শলেয়াশাহ বাজারের ইমাম সিরাজুল হক। তিনি স্থানীয় মসজিদে মাইকে এর ঘোষণা দিয়ে লোকজনকে উপস্থিত হতে আহবান জানিয়েছিলেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ৭ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে মোমিনপুরে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলা পরিষদের একজন উপ-প্রকৌশলী। তার নাম ফজলার রহমান। তিনি ২০০৮ সাল থেকে রংপুর জেলা পরিষদে কর্মরত আছেন। তার স্ত্রী সুলতানা আক্তার কল্পনা রংপুর জেলার মহিলা জাতীয় পার্টির নেত্রী ও মামিনপুরের ইউ.পি. চেয়ারম্যান । তার সাথে স্থানীয় একটি ইসলামী সংগঠনের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় বিএনপি এবং জামায়েতে ইসলামের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় বক্তব্য দিয়েছেন। এর পাশাপাশি সংলগ্ন হরিয়ালকুঠি, মোমিনপুর, শলেয়াশাহ ইউনিয়নে পরপর কয়েকদিন মাইকিং করে পাগলাপীড়ের মোড়ে মানববন্ধনে দলে দলে অংশগ্রহনের আহবান জানানো হয়।

স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের পক্ষ থেকে ঘটনাটি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়। এমনকি তারা রংপুরের পুলিশ সুপারকেও ঘটনাটি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এই সব তথ্য ও অনুরোধে স্থানীয় প্রশাসন কোনই গুরুত্ব দেয়নি। দুষ্কৃতিকারীরা তাই মানববন্ধনের আড়ালে আসলে নাশকতার উদ্দেশ্যে মানুষজন জড়ো করা হয়েছিল। কারণ মানববন্ধনে মাত্র একশত থেকে দেড়শত লোক উপস্থিত ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায়, মোমিনপুর ইউনিয়ন থেকে জনাব ফজলার রহমানের নেতৃত্বে ছয়-সাত হাজার লোকের একটি মিছিল পাগলাপীড়ের মোড়ের দিকে আসতে থাকে। যাদের ঐ এলাকার বাইরে থেকে আনা হয়েছিল এবং ফজলার রহমানের ইটের ভাটা, পেট্রোল পাম্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তাদের

থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনদিন ধরে এ ধরনের জমায়েতের ঘটনা প্রকাশ্যেই ঘটলেও পুলিশ বা প্রশাসন এ ব্যাপারে কেন কার্যত কোন ব্যবস্থা নিল না তা সত্যিই প্রশ্নের উদ্রেক করে। পরবর্তীতে মিছিলের সাথে হরিয়ালকুঠি, সলেয়াশাহ ইউনিয়নের মানুষও যোগ দেয়। এরপর প্রায় আট-দশ হাজার মানুষের মিছিলটি সহিংস আকার ধারণ করে। তাদের বেশিরভাগের হাতে বাঁশ, লাঠি ও ধারাল অস্ত্র প্রভৃতি ছিল। এরপর মিছিলটি টিটু রায়ের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু প্রায় দশ হাজার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে পরিমান প্রস্তুতি থাকা দরকার ছিল তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের ছিল না। এক পর্যায়ে মিছিল থেকে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে ইট পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং পুলিশ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। পরে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে ও পরে রাবার বুলেট ছোঁড়ে তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে শর্টগানের গুলি ছোঁড়ে। এতে আলমগীর হোসেন (২৮) নিহত হয়। এরপর মিছিলটি থেকে হাইওয়ে রাস্তার দু'পাশে হিন্দু বাড়ীতে নির্বিচারে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। যারাই বাড়ী পোড়ানোতে বাধা দিতে গেছেন, তাদেরকে বেধরক লাঠিপেটা করা হয়। এছাড়া তারা টিটু রায়ের বাড়ীতেও আক্রমন করে। তারা টিটু'র বৃদ্ধা মায়ের ঘর, ভাইয়ের বাড়ী ভাংচুর করে ও আগুন ধরিয়ে দেয়।

এভাবে ফেসবুকে মিথ্যা স্ট্যাটাস দেয়ার কথা বলে সংখ্যালঘুদের বাড়ী ঘরে হামলার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে পাবনার সাঁথিয়া (২০১৩ সাল) , কক্সবাজারের রামু (২০১২ সাল), ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার নাসিরনগর (২০১৬ সাল) সব ক্ষেত্রে একই ধরণের গল্প তৈরীর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো কিছু ব্যতিক্রমধর্মী প্রগতিশীল দল বাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহনে এই হামলা চালানো হয়। এবং শেষ পর্যন্ত যার নামে ফেসবুকে কথিত স্ট্যাটাস দেয়ার কথা বলা হয় পুলিশ তাকেই গ্রেফতার করে এবং কিন্তু এখন কোন ঘটনার তদন্ত শেষ হয়নি। ।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

রংপুরের ঘটনায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ঘটনার পর পুলিশ প্রথমে জানিয়েছিল টিটু রায়ের ফেসবুক আই.ডি. তার নয়। অন্য কেউ এ আই.ডি ব্যবহার করে ঘটনাটি ঘটিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কোন আইনজীবীর সাথে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ৪ দিনের রিমান্ডে নেয় যা সরাসরি সংবিধান এবং সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের পরিপন্থী। অত:পর ১৯ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ টিটুর পক্ষে ৭/৮ জন আইনজীবীরা আদালতে অপেক্ষা করলেও তাদের পাশ কাটিয়ে কোন রকম আইনী সাহায্য পাওয়া ব্যতিরেকে তাকে পুনরায় ৪ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। এবং এরপরই আমরা জানতে পারি টিটু রায় তার দোষ স্বীকার করে স্বীকারক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। পুলিশের রিমান্ড নিয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরণের সন্দেহ সব সময়ই ছিল। আমাদের সঙ্গত কারনেই সন্দেহ হচ্ছে, এখানে নতুন আর একটি "জজ মিঞা" নাটক তৈরী হয়েছে কিনা। কারন আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এ ধরনের ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগ, তারা নিরাপরাধী হয়েও বছরের পর বছর জেল খেটেছে কিংবা নিখোঁজ হয়েছেন। নাসিরনগরের রসরাজ এবং রামু'র উত্তম বড়ুয়ার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ঘটনার পর এখন পর্যন্ত ১৬৫ জন পুরুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট প্রস্তুতকালীন পর্যন্ত তাদের কাউকেই রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাবাদ করলে এ ঘটনার সাথে কারা জড়িত, কারা মদদ দিয়েছে, কারা ঘটনাটির পরিকল্পনা করেছিল তা জানা যেত বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা প্রতিবারই দেখছি এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার পর এক দল আর এক দলকে দোষারোপ করার রাজনীতি শুরু করে। আর এ ফাঁক গলিয়ে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যায়।

রংপুরের ঘটনা পর্যবেক্ষনে এ কথা বলা যায়, এই পরিকল্পিত ঘটনাটির জন্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতাও অনেক অংশে দায়ী। পুলিশ এবং প্রশাসন উভয়ই বিষয়টি অবহিত থাকলেও তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। সাংবাদিকদের কাছে "কেন এ ঘটনা ঘটলো?" এমন প্রশ্নের জবাবে ডি.সি এবং এস.পি'র বক্তব্য ছিল যে, তারা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ঘটনাটি এভাবে ঘটতে পারে তা তারা ধারণা করেননি। এটা তাদের জন্য বড় শিক্ষণীয় বিষয়। শুধু 'তাদের জন্য শিক্ষণীয়' এ কথা বলে পুলিশ বা প্রশাসন দায় এড়িয়ে যেতে পারেনা।

আমরা এই সকল ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। এবং সরকারের কাছে এ সকল ঘটনা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ তুলে ধরছি-

১. রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার ঠাকুরপাড়ায় সহিংস ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মহলকে একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ কমিশনের মাধ্যমে তদন্তপূর্বক চিহ্নিত করে দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
২. এ সহিংস ঘটনা পুলিশ ও প্রশাসনের জ্ঞাতসারে ৩/৪ দিনের প্রস্তুতি নিয়ে করা হলেও পুলিশ বা প্রশাসন কেন আগাম কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিল না, সে বিষয়ে তদন্ত করে দোষী ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩. সকল ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনার অভিযোগ তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য একটি জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে । এ জন্য সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
৪. রংপুরের গঙ্গাচরার ঘটনাসহ এ ধরনের সকল ঘটনায় দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৫. মিথ্যা অভিযোগে সাম্প্রদায়িক সহিসংতার ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শারিরীক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। এবং এই ক্ষতিপূরণের অর্থ মিথ্যা অভিযোগকারী ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে সরকারকে আদায় করতে হবে।
৬. রংপুরের ঘটনাসহ সহিংসতার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে তা থেকে তাদেও মুক্ত কওে পর্যাপ্ত জান মালের সুরক্ষা দিতে হবে ।

আমরা আপনাদের সকল সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের এবং সম্পাদকদের সহযোগিতা সব সময় পেয়ে এসেছি । তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি এ ধরনের ন্যাক্কারজনক সহিংস ঘটনা অবসান কল্পে আপনাদের ঐকান্তিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা কামনা করছি।

আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

আয়োজক সংস্থা সমূহ-

খুশি কবির
সমন্বয়কারী
নিজেরা করি

অ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত
সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ব্যারিস্টার সারা হোসাইন
অনারারি নির্বাহী পরিচালক,
ব্লাস্ট

অ্যাড. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
প্রধান নির্বাহী
বেলা

শামসুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক
এএলআরডি

অ্যাড. তবারক হোসেন
সহ-সভাপতি
সম্মিলিত সামাজিক আন্দেলন

অ্যাড. সুব্রত চৌধুরী
অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন

সঞ্জীব দ্রং
সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

কাজল দেবনাথ
উপদেষ্ট,
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ